أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/উ)

www.motaher21.net

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰت

নিশ্চয়ই যারা আমাদের অবতীর্ণ কোন দলীল..

Those who conceal the clear (Signs)....

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৫৯

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَۙ

যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জ্বল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

১৫৯ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান গোপন করত, তারা ছিল ইয়াহুদী আলেম সম্প্রদায়। তারা সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনকে একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সাধারণ জনগণকে এ জ্ঞান থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এমনকি এ গোষ্ঠীর লোকগুলো নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য ভ্রষ্টতা ও শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়তে নিজেদের কথা ও

কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করত। এ আয়াতে এ ধরণের প্রবণতা থেকে মুসলিমদেরকে দূরে থাকার তাকীদ দেয়া হয়েছে।

[২] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হিদায়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়ঃ এক. যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন। [আবু দাউদঃ ৩৬৫৮, ইবনে মাজাহঃ ২৬৬, আহমাদঃ ২/২৬৩]

দুই. ‘জ্ঞানকে গোপন করার’ অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যাদ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে (مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى) বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও, যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেত্না ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে। [বুখারী, কিতাবুল ইলম, ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দিমা]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্‌ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, ‘সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধু ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক, তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানা রকম সন্দেহসংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে। [বুখারী, কিতাবুল ইলমঃ ৪৯ নং অধ্যায়]

[৩] যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফেরের নাম উল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও যালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয। এতে এ কথাও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলিম কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আমাদের নারী সম্পপ্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে

সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে 'মরদূদ' , 'আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

[৪] এ আয়াতে কুরআনুল করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। মুফাসসিরগণ বলেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। মুজাহিদ ও আতা রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন, এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। [সুনান সাঈদ ইবনে মানসূর: ২/৬৩৮, ৬৩৯, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫/২৪] কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়।

ইহুদি আলেমদের বৃহত্তম অপরাধ এই ছিল যে, তারা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে তাকে রাব্বী ও একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ জনমানুষ তো দূরের কথা ইহুদি জনতাকেও এই জ্ঞানের স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। সাধারণ অজ্ঞতার কারণে জনগণ যখন ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতার শিকার হলো তখন ইহুদি আলেম সমাজ জনগণের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়নি। বরং উল্টো জনগণের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য যে ভ্রষ্টতা ও শরীয়াত বিরোধী কর্ম জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো তাকে তারা নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করতো। এই ধরনের প্রবণতা ও কর্মনীতি অবলম্বন না করার জন্য মুসলমানদেরকে তাকীদ করা হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে হিদায়াত করার গুরুদায়িত্ব যে উম্মাতের ওপর সোপর্দ করা হয়েছে, সেই হিদায়াতকে কৃপণের ধনের মতো আগলে না রেখে বেশী করে সম্প্রসারিত করাই হচ্ছে তার কর্তব্য।

ঐ সমস্ত লোকের ওপর মহান আল্লাহ্‌র অভিশাপ, যারা ধর্মীয় আদেশ নিষেধ গোপন করে

এটা একটি কঠিন ধমক তথা সতর্কবাণী ঐ সব লোকদের জন্য যারা মহান আল্লাহ্‌র কথাগুলো এবং শারী ' আতের বিষয়গুলো গোপন করতো। কিতাবীরা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রশংসা বিষয়ক কথাগুলো গোপন রাখতো। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে যে, সত্যকে গোপনকারীর প্রতি প্রত্যেক জিনিসই অভিশাপ দিয়ে থাকে। যেমন প্রত্যেক জিনিস ঐ 'আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যিনি জনসাধারণের মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র কথাগুলি প্রচার করেন। এমনকি পানির মাছ এবং আকাশের পাখিরাও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব এ গোপনকারীরা এ সব 'আলিমের বিপরীত। ফলে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ দেন এবং প্রত্যেক অভিশাপ কারীই তাকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "من سُئِل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار"

‘যে ব্যক্তি শারী ‘আতের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়ানো হবে।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ ২/২৬৩/৭৫৬১, ২/৩০৫/৮০৩৫, ২/৩৪৪/৮৫১৪, ২/৩৫৩/৮৬২৩, সুনান আবূ দাউদ-৩/৩৬৫৮/৩২১, জামি ‘ তিরমিযী-৫/২৯/২৬৪৯, সুনান ইবনে মাজাহ ১/৯৮/২৬৬, মুসনাদে আবূ দাউদ আত ত্বায়ালেসী-৩৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৫৩৪, মুসতাদরাক হাকিম-১/১০১)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেনঃ أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان ‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের অবতীর্ণ কোন দালীল এবং হিদায়াতকে গোপন করে।’ এই আয়াতটি না থাকলে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। (সহীহুল বুখারী-১/২৫৮/১১৮, ফাতহুল বারী ১/২৫৮) বারা’ ইবনে ‘আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه، فيسمع كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته،فذلك قول الله تعالى { :أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ {يعني :دواب الأرض".

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘কাবরের মধ্যে কাফেরের কপালে এতো জোড়ে হাতুড়ী মারা হবে যে, মানব ও দানব ছাড়া সমস্ত প্রাণী এর শব্দ শুনতে পায় এবং তারা সবাই তার প্রতি অভিশাপ দেয়। ‘অভিসম্পাতকারীরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে, এ কথার অর্থ এটাই। অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর অভিশাপ তাদের ওপর রয়েছে। (সুনান ইবনে মাজাহ- ২/১৩৩৪/৪০২১) ‘আতা (রহঃ) বলেন لاعنون শব্দের ভাবার্থে সমুদয় জীবন্ত এবং সমস্ত দানব ও মানবকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে বছর ভূমি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন চতুস্পদ জন্তুরা বলেঃ ‘এটা বানী আদম (আঃ)-এর পাপেরই ফল, মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-এর সন্তানের মধ্যে থেকে যারা অবাধ্য তাদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।’ (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/১৭৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, لاعنون দ্বারা ফেরেশতা এবং মু’মিনগণের অভিশাপকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে রয়েছে যে, أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان

‘আলেমের জন্য প্রত্যেক জিনিসই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-৩/৩১৭/৩৬৪১, জমি ‘ তিরমিযী-৫/৪৭/২৬৮২, সুনান ইবনে মাজাহ-১/৮৯/২২৩) আর এই আয়াতে রয়েছে যে, ‘যারা ‘ইলম’ কে গোপন করে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতা, সমস্ত মানুষ ও প্রত্যেক অভিসম্পাতকারী করে থাকে।’ অর্থাৎ প্রত্যেক বাকশক্তিহীন জীব অভিসম্পাত করে থাকে। সেটা ভাষার মাধ্যমেই হোক অথবা ইঙ্গিত দ্বারাই হোক। কিয়ামত দিবসে সমস্ত জিনিস তাকে অভিসম্পাত করতে থাকবে।

এরপর মহান আল্লাহ ঐসব মানুষকে অভিশপ্তদের মধ্য হতে বের করে নেন। ফলে তিনি বলেনঃ ﴿اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا﴾ যারা তাদের এ কাজ করতে বিরত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়। আর পূর্বে যা গোপন করেছিলো তখন তা প্রকাশ করে দেয়। ﴿فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ সেই ‘তাওবাহ’

কবূলকারী দয়ালু মহান আল্লাহ এই সব মানুষের তাওবাহ কবূল করেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি মানুষের কুফর ও বিদ ‘আতের দিকে আহ্বান করে সে যদি খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করে তাহলে তার আহ্বানও গৃহীত হয়ে থাকে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, পূর্বের উম্মাতদের মধ্যে যারা এ রকম বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তো তাদের তাওবাহ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হতো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাতের ওপর মহান আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ মেহেরবানী যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাহ শুনেন ও কবূল করেন।

অতঃপর ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা কুফরী ও অন্যায় করেছে এবং তাওবাহ করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। বরং কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছেঃ

﴿اُولٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ اللّٰهِ وَ الۡمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجۡمَعِيۡنَۙ. خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا﴾ সুতরাং এদের ওপর বর্ষিত হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত, তাঁর ফিরিশতার এবং সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত। এই অভিশাপ তাদের ওপর জারী থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সাথেই সংযুক্ত থাকবে। অবশেষে এ অভিশাপ তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে। তারা চিরকাল সে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ الۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنۡظَرُوۡنَ﴾ তাদের এই শাস্তি এতোটুকুও হ্রাস করা হবে না, পরিবর্তনও করা হবে না এমনকি কখনো তা বন্ধ করাও হবে না। বরং চিরকাল তাদের ওপর ভীষণ শাস্তি হতেই থাকবে। আমরা করুণাময় মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর এই শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ দেয়া যাবে

কাফেরদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণের ব্যাপারে কারো কোন মতবিরোধ নেই। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং তাঁর পরের সম্মানিত ইমামগণ সবাই ‘কুনূত’ প্রভৃতির মাধ্যমে কাফিরদের ওপর অভিশাপ দিতেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কাফিরদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণের ব্যাপারে ‘উলামায়ি কিরামের একটি দল বলেন যে, এটা জায়িয নয়। কেননা তার পরিণাম কারো জানা নেই। তারা কোন নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিশাপ না দেয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ وماتووهمكفار ‘কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হলো’ এ কথাটি দালীলরূপে পেশ করে থাকেন।

‘আলেমগণের অন্য একটি দলের মতে নির্দিষ্ট কাফিরদের ওপরও লা ‘নত বর্ষণ করা জায়িয। যেমন ধর্মশাস্ত্রবিদ আবূ বাকর ইবনে ‘আরবী মালেকী (রহঃ) এই মত পোষণ করেন এবং এর দালীলরূপে তিনি একটি দুর্বল হাদীসও পেশ করেন। এর দালীল রূপে কেউ কেউ এ হাদীসটিও এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একটি লোককে বারবার মাতাল অবস্থায় আনা হয় এবং বার বারই তার ওপর ‘হদ্দ’ লাগানো হয়। এই সময়ে এক ব্যক্তি মন্তব্য করেঃ ‘তার ওপর মহান আল্লাহ্‌র লা ‘নত বর্ষিত হোক। কতো বারই না তাকে ধরে নিয়ে আসা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"

‘তুমি তাকে অভিম্পাত করো না। কেননা সে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে ‘আব্দুর রাজ্জাক, ৭/৩৮১, সহীহুল বুখারী-১২/৭৭/৬৭৮০) এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ভালোবাসা রাখে না, তার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা জায়িয। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :- ১৬০

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৬০ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযুল: ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুয়ায বিন জাবাল, সা ‘দ বিন মু ‘য়ায, খারেজা বিন যায়েদ তাওরাতের কিছু বিষয় সম্পর্কে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করল। তখন তারা জিজ্ঞাসিত বিষয় গোপন করল এবং জানাতে অস্বীকার করল। তখন

(اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰۤئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ)

নাযিল হয়। (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবে নুযূল, পৃ: ৩৪)

যারা জেনে শুনে রাসূলদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা গোপন করে তাদেরকে অত্র আয়াতে কঠিন ধমক দেয়া হয়েছে। এরূপ অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে তাদের ওপর লা ‘নতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহ ১৪৬ নং আয়াতে, সূরা নিসার ১৬৭ নং আয়াতে এদের ওপর লা ‘নতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতটি যদিও আহলে কিতাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা সত্য গোপন করে। যেমন মুসলিম সমাজের অনেকে স্বীয় দল ও মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের বিপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক বিষয়গুলো গোপন করে থাকে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি শরীয়তের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হল এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। (আবূ দাঊদ হা: ৩৬৫৮, তিরমিযী হা: ২৬৪৯, সহীহ)

তবে তারা লা ‘নতপ্রাপ্ত নয় যারা তাওবাহ করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নেয়। যারা কুফরী করে কুফরী অবস্থায় মারা যায় তাদের ওপরও লা ‘নত। তারা জাহান্নামে স্থায়ী থাকবে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৬১

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَۙ

যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবতার লানত।

১৬১ থেকে ১৬২ নং আয়াতে

خٰلِدِينَ فِيهَاۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

তাতে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের ওপর ‘আযাব হালকা করা হবে না। আর তাদের বিরামও দেয়া হবে না।

১৬১ থেকে ১৬২ নং আয়াতের তাফসীর:

কুফরের আসল মানে হচ্ছে গোপন করা, লুকানো। এ থেকেই অস্বীকারের অর্থ বের হয়েছে। ঈমানের বিপরীত পক্ষে এ শব্দটি বলা হয়। ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, স্বীকার করা। এর বিপরীতে ‘কুফর’ - এর অর্থ না মানা, প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা। কুরআনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফরীর মনোভাব ও আচরণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

একঃ আল্লাহকে একেবারেই না মানা। অথবা তাঁর সার্বভৌম কতৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার না করা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু, উপাস্য ও মাবুদ বলে না মানা।

দুইঃ আল্লাহকে মেনে নেয়া কিন্তু তাঁর বিধান ও হিদায়াতসমূহকে জ্ঞান ও আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা।

তিনঃ নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বাণীসমূহ যেসব নবী-রসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্বীকার করা।

চারঃ নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দলীয় প্রীতির কারণে তাদের মধ্য থেকে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা।

পাঁচঃ নবী ও রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও জীবন যাপনের বিধান সম্বলিত যেসব শিক্ষা বিবৃত করেছেন সেগুলো অথবা সেগুলোর কোন কোনটি গ্রহণ করা।

ছয়ঃ এসব কিছুকে মতবাদ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কার্যত জেনে বুঝে আল্লাহর বিধানের নাফরমানী করা এবং এই নাফরমানীর ওপর জোর দিতে থাকা। আর এই সঙ্গে দুনিয়ার জীবনে আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর নিজের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপন করা।আল্লাহর মোকাবিলায় এসব বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও কাজ মূলত বিদ্রোহাত্মক।

এর মধ্য থেকে প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকে কুরআন কুফরী হিসেবে চিহ্নত করেছে। এছাড়াও কুরআনের কোন কোন জায়গায় ‘কুফর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহর দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার অর্থে। সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতার বিপরীতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘শোকর’ –এর অর্থ হচ্ছে, যিনি অনুগ্রহ করেছেন তাঁর প্রতি অনুগৃহীত থাকা, তাঁর অনুগ্রহকে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দান করা, তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহকে তাঁর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করা এবং অনুগৃহীত ব্যক্তির মন অনুগ্রহকারীর প্রতি বিশ্বস্ততার আবেগে পরিপূর্ণ থাকা। এর বিপরীত পক্ষে কুফর বা অনুগ্রহের প্রতি অকৃজ্ঞতা হচ্ছেঃ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং এই অনুগ্রহকে নিজের যোগ্যতা বা অন্য কারোর দান বা সুপারিশের ফল মনে করা অথবা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ প্রদান করা সত্ত্বেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা। এই ধরনের কুফরীকে আমরা নিজেদের ভাষায় সাধারণত কৃতঘ্নতা, অকৃতজ্ঞতা, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. জেনেশুনে সত্য গোপন করা হারাম, পরকালে এর জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।

২. কাফিররা আজীবন জাহান্নামে থাকবে।